OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 146 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 146 - 152
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রোমান্টিসিজম ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

সুপর্ণা হালদার
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : suparnahalder208@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Romanticism, Nature Consciousness, Spirituality, Love And Despair, Melancholy, Divine Pursuit, Contrast, Modern Life.

Abstract

Romanticism emerged in Western literature in the early 18th century, in opposition to classicism. One of the main foundations of which was nature consciousness, nature love, spirituality, love and despair and past conduct. Romanticism had a major impact on Western literature after the publication of Lyrical Ballads by William Wordsworth and Coleridge in 1798. As a result of which the romantic poets of that time tried to create a separate world based on their poetry. Wordsworth brought the natural beauty of nature into his poetic thought. Coleridge took his poetry into a mystical world. Another characteristic of Romanticism in Shelley's poetry was spontaneous lyricism. And Keats brought pictorials into his poetry. However, Romanticism had a direct impact not only on Western literature but also on Eastern literature. Just as the vibration of romanticism is heard in the creative thought of Rabindranath, the clear influence of romanticism is also seen in the creative thought of the poets after Rabindra. Just as Rabindranath Tagore's poems like 'Manasi', 'Sonar Tari', 'Chitra', 'Chaitali' are characterized by romanticism, in the case of modern Bengali poetry, echoes of romantic spirit are heard again and again in Jibanananda Das's' Jhara Palak ',' Dhusar Pandulipi ',' Banalata Sen ',' Maha Prithibi ', in the poetry collections of Buddhadeb Basu such as 'Kankabati', 'Draupadi's Sari', in the poems of Samir Sen, in Subhash Mukhopadhyay's poetry collections like ' Ful futuk na futuk aj Basanta', 'Jato durei jay', 'Kal Madhumas', and in Sunil Gangopadhyay's collections like ' Hotat Nirar jonno', ' Vorer upohar ', etc., can repeatedly hear the echoes of romantic consciousness.

Although it is not easy to imbue the color of romantic beauty in the colorlessness of modern life. Yet, modern poets have sought to infuse the flower of romanticism in the heart of the citizen's consciousness. And one of those who was able to spread the softness of romanticism in this land of harsh reality is Shakti Chattopadhyay. His poetry has echoes of Romanticism. He has used various natural resources as materials for his poetry. He wanted to realize the divine presence in the eternity of nature's natural beauty. In his poetry, the pursuit of the beauty of nature has become the name of divine pursuit. Just as the melancholy, loneliness, despair and alienation of the urban people have

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 146 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

found a place in his poetry, love has also played a very important role in his poetry, which has been manifested in the natural context. Nature can only perfect the inadequacies and inefficiencies of individual life. So the poet, tired of the stresses of life, has repeatedly called the reader into nature because this place is not for humans, only God exists here.

Discussion

১

শিল্প ও সাহিত্যে যুগের দাবীকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ‘রোমান্টিসিজম’-ও এই রকম একটি সাহিত্যিক আন্দোলন। যা পূর্ববর্তী ‘ক্ল্যাসিসিজম’-এর আঙ্গিক, রীতিনীতি, শিল্পদর্শন ও জীবনদর্শনের প্রতিবাদ করে উৎপত্তি লাভ করে। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে এবং অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে রোমান্টিকতার প্রভাব পড়তে দেখা যায়। পূর্ববর্তী ‘ক্ল্যাসিসিজম’-এর যুক্তিনিষ্ঠ কঠোর আনুগত্যকে ত্যাগ করে রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক জগতের মোহাবিষ্ট হয়ে এক নতুন ধরনের সাহিত্য সঞ্চয়নে মনোনিবেশ করলেন। পূর্ববর্তী ক্ল্যাসিক সাহিত্যে যেখানে ছিল শব্দের আড়ম্বর সেখানে রোমান্টিক কবিদের হাতে শব্দ হয়ে উঠল সহজ সরল প্রাঞ্জল। যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণের উর্ধ্বে গিয়ে প্রকৃতি চেতনা, অতীতচারিতা, আধ্যাত্মিকতা, আনন্দ ও বিরহের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটল রোমান্টিক সাহিত্যে। ব্যক্তি জীবনের আবেগ, স্পন্দন ও কল্পনার যথাযথ বিকাশের ক্ষেত্র হয়ে উঠল সাহিত্য।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে রোমান্টিকতার সূত্রপাত ঘটে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ কর্তৃক প্রকাশিত ‘Lyrical Ballads’-এর মাধ্যমে। ‘Lyrical Ballads’-এর ভূমিকা অংশে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই নব্য কাব্য আন্দোলনের অভিপ্রায় সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা বলেছেন তার মধ্যে সেখানে তিনি কবিতা রচনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বলা যেতে পারে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কর্তৃক লিখিত এই ভূমিকা অংশটিই রোমান্টিসিজমের ধারণার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা।

> “that a series of poems might be composed of two sorts. In the one, the incidents and agents were to be, in part at least, supernatural; and the excellence aimed at was to consist in the interesting of the affections by the dramatic truth of such emotions, as would naturally accompany such situations, supposing them real... For the second class, subjects were to be chosen from ordinary life; the characters and incidents were to be such as will be found in every village and its vicinity, where there is a meditative and feeling mind to seek after them, or to notice them, when they present themselves.”[১]

অর্থাৎ, একটি কবিতার সিরিজে মূলত দুটি অংশ থাকে। যেখানে প্রথম অংশে উল্লিখিত ঘটনা এবং চরিত্রগুলিকে আংশিক অতিপ্রাকৃত রূপে বর্ণিত হবে। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই কবির অনুভূতিগুলো প্রকাশ পাবে। আর দ্বিতীয় অংশে বাস্তবজীবন থেকেই ঘটনা নির্বাচন করতে হবে। যাতে পাঠক সহজেই লিখিত ঘটনাগুলির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। তাই রোমান্টিক সাহিত্যে কখনই ধ্রুপদী সাহিত্যের আভিজাত্যপূর্ণ, প্রথানির্ভর, কঠোর আনুগত্যপূর্ণ জীবনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার পরিবর্তে প্রকৃতির চিরন্তনতা ও সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিরহ, আবেগ ও অনুভূতির স্পন্দন রয়েছে রোমান্টিক সাহিত্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে।

রোমান্টিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, কীটস, ওয়াশিংটন আরভিং, জন উইলিয়াম পলিডোরি প্রমুখ। রোমান্টিক সাহিত্য রচনার কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যিকের কল্পনাশক্তি এবং তার প্রকৃষ্টরূপে বিকাশ সাধন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাই তাঁর কবিতায় বারবার তুলে ধরেছেন প্রকৃতির চিরন্তনতাকেই। তাঁর ‘Wandered lonely as a cloud’-কবিতাতে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির অনুষঙ্গে কবি তুলে এনেছেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অন্তর্মানসকে। মেঘের সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন নিজেকে নিজের

অন্তর্মানসকে। মেঘ যেমন বাতাসে বাহিত হয়ে বিভিন্ন নামী অনামী পাহাড়, পর্বতের উপর দিয়ে সোনালী ড্যাফোডিলের রূপময়তার সাক্ষী হয়ে দিগন্ত জুড়ে বিচরণ করছে, তেমনি কবিও তাঁর নিজের মনকে মেঘের মতোই হাল্কা করে ভেসে যেতে চেয়েছেন প্রকৃতির চিরন্তনতাতে। আবার 'The prelude' কবিতাতে কবি তাঁর ব্যক্তিজীবনের হতাশা, নৈরাশ্যতা, অসহায়তা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আপাত প্রভাবকে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি হিসেবে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে দেখেছেন। যেখানে প্রকৃতিই হয়ে উঠেছে ব্যক্তিমানুষের পার্থিব সমস্যা সমাধানের একমাত্র চাবিকাঠি। তাই 'The world is too much with us'-কবিতাতে কবি বারবার বার্তা দিয়েছেন প্রকৃতিকে রক্ষা করতে, প্রকৃতির সৌন্দর্যতাকে রক্ষা করতে। কেননা মানবজীবনের অক্ষমতাগুলিকে একমাত্র প্রকৃতিই সক্ষমতা দান করতে পারে। মানুষ তার নিজস্বার্থের জন্য প্রকৃতির ওপর ক্রমাগত কুঠারাঘাত করে চলেছে। যা কবির সংবেদনশীল চিত্তকে বারবার বিঘ্নিত করছে। তাই তিনি বলতে চেয়েছেন সভ্যতার থেকেও প্রকৃতির গুরুত্ব অনেক বেশি।

কোলরিজের কাব্যে রোমান্টিকতার কিছু ভিন্নধর্মীতা লক্ষ্য করা যায়। রোমান্টিকতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রকৃতি ও তার রূপময়তা, আধ্যাত্মিকতা, প্রেম, নৈরাশ্য, বিষণ্ণতা, অতীতচারিতাকে দাবী করলেও কোলরিজ 'অতীন্দ্রিয়বাদ' কেও রোমান্টিকতার একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরেও একটি মোহময় জগত রয়েছে, যা অতীন্দ্রিয়। আর সেই অতীন্দ্রিয় জগতকেই কোলরিজ তার সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন। 'Frost at midnight' কাব্যে তিনি প্রকৃতি সাধনাকেও ঐশ্বরিক সাধনার একটি অংশরূপে দেখিয়েছেন। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ও গ্রাম্য সৌন্দর্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্যকে যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যের সম্পর্ক ও দূরত্বকেও চিহ্নিত করেছেন। এই ধ্বনিই যেন কালে কালে ফিরে এসেছে প্রতিটি ভাষার সাহিত্যে। আবার 'Dejection : an ode', 'Fears in solitude' কাব্যে কবি তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিষণ্ণতাকে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায়। তিনি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবেশ করেছেন অন্য এক জগতে। যা কবির কাছে যেমন একদিকে রোমাঞ্চকর তেমনি অন্যদিকে ভীতিজনক।

রোমান্টিক যুগের অন্যতম কবি শেলির কাব্যে রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উঠে এসেছে গীতিময়তা, স্বতঃস্ফূর্ততা, সুরের মাধুর্য, বিষণ্ণতা এবং আত্ম-করুণা। তাঁর 'To a Skylark' কবিতায় দুটি জগতের বৈপরীত্যকে কবি তুলে ধরেছেন। একদিকে রয়েছে স্বর্গীয় আনন্দ আর তার বিপরীতে আছে ব্যক্তিমানুষের দুঃখ জর্জরিত করুণ জীবন। এখানে কবি স্কাইলার্ক-কে বিশুদ্ধ আনন্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন যা প্রকৃতির মধ্যে থেকে পাওয়া যায়। আর মানুষ এই বিশুদ্ধ আনন্দকে সরাসরি উপলব্ধি করতে পারে না, স্কাইলার্কের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিমানুষ সেই আনন্দে সামিল হয় এবং 'The cloud' কবিতাতেও কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যতাকে একটি অন্যমাত্রা দিয়েছেন। প্রকৃতি যদিও কখনো কখনো ভয়ঙ্করী, তবুও সে সুন্দর, সে মহিমান্বিত। 'Ode to the west wind' কবিতাটিতে একদিকে যেমন রয়েছে ধ্বংসের চিত্র তেমনি অন্যদিকে বর্ণিত হয়েছে নব সৃষ্টির উল্লাস। আবার 'Stanzas written in dejection near Naples' এবং 'The Indian Serenade' - কবিতা দুটিতে বর্ণিত হয়েছে কবির বিষণ্ণতা, হতাশা এবং নৈরাশ্যতা। দুঃখকাতরতায় জর্জরিত কবি ব্যক্ত করেছেন হৃদয়ের করুণ ভাবাবেগকে। কিন্তু তবুও তা শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতাকে গীতিময়তার রসাবেশ থেকে স্থানচ্যুত করেনি।

আবার জন কীটস তাঁর কাব্যে অতীতচারিতা, নিসর্গপ্রীতি ও চিত্ররূপময়তাকে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন। সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকার অভিপ্রায়ে তিনি একটি নিজস্ব ভাবের রাজ্যে বিচরণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বারবার ফিরে যেতে চেয়েছিলেন অতিক্রান্ত জীবনধারার কাল্পনিক সৌন্দর্যে। তাঁর 'Isabella or the pot of Basil', 'Lamia' প্রভৃতি কবিতায় প্রাচীন রূপকথার অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। আবার 'Ode on a Grecian urn' কবিতায় ব্যক্তিমানুষের প্রয়োজনীয়তাকে ছাপিয়ে গেছে তার সৌন্দর্যচেতনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত থেকেই জন্ম নেয় শিল্প। 'Ode to a Nightingale'- কবিতাটিতে বর্ণিত হয়েছে কবির 'আশাবাদী' মনোভাব। কবি এখানে মানুষের জীবনের অস্তিত্বের দ্বন্দ্বের গভীরে অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। যেখানে সৌন্দর্য এবং যন্ত্রণা একত্রে বিদ্যমান এবং জীবন সর্বদা রোগ এবং মৃত্যুর হুমকির দ্বারা পীড়িত এবং 'To Autumn'- কবিতায় ফুটে উঠেছে প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও চিত্ররূপময়তা। 'Ode on Melancholy'- কবিতাটিতে রয়েছে বিষণ্ণতাকে স্বীকার করার অভিপ্রায়। আনন্দ ও দুঃখ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 146 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরস্পরের সহাবস্থানে থাকে। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থেকে দুঃখের জন্ম। আর এই দুঃখই হল জীবনের নিত্যসঙ্গী। দুঃখকে বরণ করে নিলেই দুঃখকে জয় করা সম্ভব। ফলত, বিষণ্ণতা উপভোগ ও বিষণ্ণতা থেকে উত্তরণ তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য হয়েছে উঠেছে।

২

পাশ্চাত্য সাহিত্যের রোমান্টিকতার প্রভাব প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের ওপরেও পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের কাব্যে ছড়িয়ে রয়েছে রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে রোমান্টিসিজম। প্রকৃতির সৌন্দর্যময়তা, ব্যক্তিজীবনের বিষণ্ণতা, প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব বারে বারে ফিরে এসেছে তাঁর কাব্যভাবনায়। কবি প্রকৃতির অনুষঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা নির্বাচন করেই তাকে সাধারণের সীমানা ছাড়িয়ে অসাধারণের সীমায় নিয়ে গেছেন। ‘মানসী’ (১৮৯০), ‘সোনার তরী’ (১৮৯৪), ‘চিত্রা’ (১৮৯৬), ‘চৈতালি’ (১৮৯৬), ‘কল্পনা’ (১৯০০), ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০), ‘গীতিমাল্য’ (১৯১৪), ‘বলাকা’ (১৯১৬), ‘পূরবী’ (১৯২৫), ‘মহুয়া’ (১৯২৯) - প্রভৃতি কাব্যে কবির নিসর্গপ্রীতি, আধ্যাত্মিকতা ও অতীতানুরাগের নিদর্শন রয়েছে।

আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও রোমান্টিসিজমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ‘ঝরাপালক’ (১৯২৭), ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ (১৯৩৬), ‘বনলতা সেন’ (১৯৫২), ‘মহাপৃথিবী’ (১৯৪৪), ‘রূপসী বাংলা’ (১৯৫৭) প্রভৃতি কাব্যে কবি তুলে ধরেছেন গ্রামবাংলার অপরূপ রূপ মাধুর্য। আর তার অনুষঙ্গে উঠে এসেছে ব্যক্তি জীবনের অনুভূতিগুলি। কবি যেন বিচরণ করছেন ‘বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে’।[২] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরের রহস্যাচ্ছন্ন জগতকে কবি অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য যেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে বারে বারে এসে ধরা দিয়ে গেছে।

আবার বুদ্ধদেব বসুর কাব্যেও রোমান্টিসিজমের প্রভাব দেখা যায়। তাঁর কাব্যে গ্রাম্য প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি নগর কেন্দ্রিক সভ্যতারও রূপময়তা চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সৌন্দর্য কখনই গ্রামীণ জীবনের সৌন্দর্যের বিকৃত রূপ হিসেবে ফুটে ওঠেনি। বরং তা হয়ে উঠেছে একে অপরের দোসর। আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা, নৈরাশ্যতা যেমন তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে, তেমনি নিঃসঙ্গতা ও নৈরাশ্যতার প্রতীক হয়ে উঠে এসেছে প্রকৃতির অনুষঙ্গ। ‘পৃথিবীর পথে’ (১৯৩৩), ‘কঙ্কাবতী’ (১৯৩৭), ‘দ্রৌপদীর শাড়ি’ (১৯৪৮), ‘শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর’ (১৯৫৫) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি ও ব্যক্তিমানুষের পীড়িত জীবন যেন একাত্ম হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে সমর সেনের কবিতা যেন হয়ে উঠেছে আদ্যোপান্ত রোমান্টিক। তাঁর কবিতায় যেমন রয়েছে নাগরিক চেতনা, তেমনি তার পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে ‘মহুয়ার দেশ’। নাগরিক জীবনের ক্লান্তিতে কবি যেন বারে বারে ফিরে যেতে চেয়েছেন শান্ত সুনিবিড় প্রকৃতির মাতৃক্রোড়ে। তাই তো তিনি তাঁর মানসলোকে কল্পনা করেছেন এক নিস্তব্ধ স্বপ্নপুরী ‘মহুয়ার দেশ’। যেখানে গিয়ে কবি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন প্রকৃতির মাদকতাকে। নাগরিক চেতনার অন্তরে কবি প্রজ্বলিত করেছেন আরেক চেতনা। সেখানে যেমন রয়েছে হৃদয়ের দগ্ধতা তেমনি রয়েছে প্রকৃতির অনুষঙ্গে নিজেকে ফিরে পাওয়ার আকুতি।

স্নিগ্ধ ও সুন্দরের পরিপন্থী হল প্রেম। আর প্রেমানুভূতি হল আবেগনির্ভর - আধুনিক মানুষের নাগরিক চেতনার অভিঘাতে বাস্তবের সঙ্গে প্রেমের যে বৈপরীত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেখানে কবির কল্পনাশক্তির অবাধ বিচরণ বিঘ্নিত হয়। তবুও যেন বাস্তবের রুক্ষমাটিতেই প্রেমের আবেগ জন্ম নেয়। দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তিতে ও টানাপোড়েনে প্রেমের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেলেও তবুও প্রেম, প্রেমই থাকে। তবে সেখানে সংবেদনশীলতা লক্ষ্মণ খুব কমই দেখা যায়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম এসেছে এই বাস্তব রুক্ষতাকে স্বীকার করেই। কবি বাস্তবের নির্মমতার মাঝে প্রেমের বহু বিচিত্র রূপকে তুলে এনেছেন নিজের মুন্সিয়ানায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় রোমান্টিসিজম কখনো তার চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসেনি। এসেছে কিছুটা ভিন্ন রূপে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের কবিতাগুলিতে প্রেম ও প্রকৃতি এসেছে রাজনৈতিক আদর্শের অনুষঙ্গে। যেখানে কবির নিসর্গপ্রীতি রাজনৈতিক আদর্শের বেড়া অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি। তবে রোমান্টিসিজমের একটি সুমধুর সুর যেন রেখে গেছে। তবে পরবর্তীতে তাঁর কবিতায়

রোমান্টিক চেতনার বিকাশ অবশ্যই ঘটেছে তবে তাতে আবেগ নির্ভর ভাবালুতার প্রশ্রয় নেয়। ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত’ (১৯৫৭), ‘যত দূরেই যাই’ (১৯৬২), ‘কাল মধুমাস’ (১৯৬৬), ‘জল সইতে’ (১৯৮১) - প্রভৃতি কাব্যে কবি তাঁর ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিচারণে যেমন ব্রতী হয়েছেন তেমনি প্রকৃতিও যেন নানা রঙে সেজে হাজির হয়েছে তাঁর কাব্যে।

আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর কাব্যে রোমান্টিসিজমের জয় গান গেয়েছেন কিছুটা ভিন্ন রূপেই। রোমান্টিক কবিদের মতোই তাঁর কাব্যেও প্রকৃতি ও প্রেম প্রভাব বিস্তার করেছিল তবে সেখানে সর্বত্র জুড়ে অবস্থান করেছে কবির ‘আমিত্ব’ বোধ। প্রকৃতি সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি কেবল নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নন বরং প্রকৃতির মধ্যে তিনি নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছেন। তেমনি তাঁর কাব্যের আদ্যোপান্ত ছড়িয়ে আছে ‘fragrance of love’। অত্যন্ত সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায়, শব্দচয়নের চারুতায় তিনি তাঁর একের পর এক কাব্যে রোমান্টিকতার রং দিয়েছেন। যা কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছেই নয় আপামর সাধারণ পাঠকের কাছে অত্যন্ত আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। ‘হঠাৎ নীরার জন্য’, ‘ভোরবেলার উপহার’, ‘সেই মুহূর্তে নীরা’, ‘যদি নির্বাসন দাও’ - প্রভৃতি কাব্যে তাঁর রোমান্টিক চেতনার স্পন্দন শোনা যায়।

৩

‘রোমান্টিসিজম’ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার পর এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় রোমান্টিসিজমের প্রভাব বিশ্লেষণ। শক্তি চট্টোপাধ্যায় পাঁচের দশকের একজন অন্যতম কবি। তাঁর অসাধারণ রচনার বুননে তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর কবিতা বাংলা ভাষার সাহিত্য প্রেমীদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। তিনি কবিতার মোহনীয় সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে কবিতা চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং তাঁর কাব্যভুবনকে প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর কবিতার বক্তব্য স্বতন্ত্রধর্মী। সমুদ্র, আকাশ, নদী, বৃক্ষ, নক্ষত্র, বৃষ্টি, জঙ্গল, মহুয়া, ফুল, বীজ, টিলা, জ্যোৎস্না, ঝিঁঝিঁ, অন্ধকার, রাত্রি, পাহাড়, পাথর, জীবন, মৃত্যু, জীবনের স্বপ্ন, আশা, ভালোবাসা, ক্লেশ তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় দৃশ্যমান সবকিছুর পাশাপাশি জীবনের সুখ ও দুঃখের অনুভূতি উঠে এসেছে। নিজস্ব জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর আলাদা পদ্যরীতির বক্তব্য প্রকাশের সুদৃঢ় ভাষা কবিতাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। কালের প্রবাহে তাঁর কবিতা আড়ালে চলে যায়নি। বরং আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের সাহিত্যে যে রোমান্টিক যুগের সূচনা হয়েছিল তা পরিবর্ধিত রূপে বহুবছর অতিক্রম করেও যুগের দাবীকে মেটাতে সক্ষম হয়েছে। তাই রবীন্দ্র সাহিত্য কর্মে এবং রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্য কর্মেও রোমান্টিসিজমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে আধুনিক জীবনের বর্ণহীনতায় রোমান্টিক সৌন্দর্যের রং ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা, ক্ষতবিক্ষত জীবনের নৈরাশ্যতা ও সর্বব্যাপী কর্মব্যস্ততার যুগে ব্যক্তিমানুষের প্রকৃতি চেতনা যেখানে দিনে দিনে ক্ষয়িত হচ্ছে, যেখানে ক্রমাগত সম্পর্কের অপমৃত্যু বেড়ে চলেছে, ‘প্রেম’ শব্দটির মাহাত্ম্য যেখানে পদে পদে ক্ষুণ্ন হচ্ছে, আর যন্ত্রসভ্যতার চোরাবালিতে মানুষের বিবেক বুদ্ধি যেখানে তলানিতে ঠেকেছে সেখানে দাঁড়িয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় শোনালেন প্রকৃতির গান। হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেলেন প্রকৃতির কোলে - সেই গভীর জঙ্গলে, যেখানে ঈশ্বর ঘর বাঁধেন।

‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য’ (১৯৬১), ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’ (১৯৬৫) ‘অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে’ (১৯৬৬), ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’ (১৯৬৯), ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ (১৯৭০), ‘ঈশ্বর থাকেন জলে’ (১৯৭৫) - প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবির রোমান্টিক চেতনার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

‘পাবো প্রেম কান পেতে রেখে’ কবিতাটিতে কবি গভীর আত্ম-অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। ‘প্রেম’কে খুঁজে চলেছেন তিনি, সেই প্রেম শ্বাশ্বত, দেবতার মতো, আকাশচুম্বী বৃক্ষের মতো। যার শিকড় মাটির অতলে বিস্তৃত আর শাখাগুলো ছড়িয়ে রয়েছে অজানা অসীমে।

কবি সেই শিকড়ে কান পেতে খোঁজেন পুরোনো সেই স্মৃতি, যেখানে জীবনের গোপন প্রেম লুকিয়ে ছিল। কিন্তু সেই বাগান আজ শূন্য, স্বপ্নের দীর্ঘছায়ায় ঢাকা। পুরোনো স্পর্শের মগ্নতা আর হৃদয়ে আসে না। দেবতা দূরে, প্রকৃতির নীলিমায় হারিয়ে গেছে তার সান্নিধ্য। তাই তিনি বলেন, -

"আপনারে খুঁজি আর খুঁজি তারে সঞ্চারে আমার
পুরানো স্পর্শের মগ্ন কোথা আছো? বুঝি ভুলে গেলে।"[৩]

তবু কবি আশাবাদী - প্রেম বা দেবতার সুর যদি ধৈর্যের সঙ্গে কান পেতে শোনা যায় তবে তা প্রকৃতির স্তব্ধতায় একদিন মিলবেই। এ এক নৈঃসঙ্গের আর্তি, যা প্রেমের শাশ্বত খোঁজে হৃদয় জাগ্রত রাখে।

"নীলিমা ঔদাস্যে মনে পড়ে নাকো গোষ্ঠের সংকেত;
দেবতা সুদূর বৃক্ষে, পাবো প্রেম কান পেতে রেখে।"[৪]

'অন্ধকার শালবন' কবিতাটিতেও কবি তাঁর অন্তর্মানসের 'বন্ধু'টিকে খুঁজে চলেছেন অন্ধকার শালবনে। এখানে উল্লেখ্য কবিতাটিতে কবি অন্ধকার ও আলোর বৈপরীত্যকে দেখিয়েছেন। যে মন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, শালবনের মত ঘনবন্ধনে আবদ্ধ, যেখানে আলো চোরাই পথে যাতায়াত করে, সেই মনই তখন স্ফটিক জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে যখন –

"...বাদামপাতার শিখরে লুপ্ত
সময়, হে মৃত ডুবো বিষণ্ণ ত্রস্ত মুখোশ
উড়ে চলে যাও,"[৫]

শালবনের গভীরেই প্রকৃতির সান্নিধ্যেই কবি তাঁর আত্মার কাছাকাছি যেতে পারেন। আবার 'ছায়ামারীচের বনে' কবিতাটিতেও কবির অন্তর্লোকের বিকাশ ঘটেছে প্রকৃতির মধ্যেই। কবির হৃদয় যখন নাগরিক চেতনার দুর্সহ বেদনার ও অবসাদের গন্ধে পূর্ণ তখন কবি যেতে চেয়েছেন সেই 'ছায়ামারীচের বনে'। যেখানে আছে, -

"স্থির গাছ আর বিনীত আকাশ
হারু-মরু-নদী...ভরসা ফলের পাত...।"[৬]

কবি যেতে চেয়েছেন তাঁর সেই বন্ধনহীন মানসলোকে যেখানে মৃত্যু আর জীবন পাশাপাশি অবস্থান করে। মৃত্যুর আহ্বান যেখানে ঠিকই আসে তবুও মানুষ বাঁচে।

'অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে 'কবিতাটিতে কবির রোমান্টিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। কবি আমাদের এক স্বরচিত 'ইউটোপিয়া'তে নিয়ে গেলেন যেখানে সুখ আছে, দুঃখ আছে, জন্ম আছে মৃত্যু আছে। আর এত কিছুর পরেও আছে জীবনের বহমানতা। সেখানে স্বপ্ন আর বাস্তবতা পরস্পরের সহাবস্থানে অবস্থান করে। কবি যখন বলেন, -

"দেয়ালির আলো মেখে নক্ষত্র গিয়েছে পুড়ে কাল সারারাত
কাল সারারাত তার পাখা ঝরে পড়েছে বাতাসে
চরের বালিতে তাকে চিকিচিকি মাছের মতন মনে হয়
মনে হয় হৃদয়ের আলো পেলে সে উজ্জ্বল হত।"[৭]

তখন মনে হয় কবি যেন তাঁর অন্তরের জমে থাকা পুরোনো শতচ্ছিন্ন স্মৃতিকে বিদায় জানিয়ে নতুন কিছুকে আহ্বান জানিয়েছেন। কবি তাঁর প্রেয়সীকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন 'নক্ষত্র খামারে'। আর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান পৃথিবীর সব রঙিন পর্দাগুলি আর 'শেফালীর চারা'।

আসলে বাস্তবের ভূমিতে যখন স্বপ্ন আর স্মৃতির অপমৃত্যু ঘটছে তখন কবি যেন তাঁর স্বপ্নজগতে রঙের, আলোর আর প্রাণের স্পন্দন জাগাতে চেয়েছেন। কবি তাঁর প্রেম ও প্রেয়সীকে সেই জগতেই পেতে চেয়েছেন যেখানে প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য যেমন রয়েছে তেমনি প্রকৃতিও যেন প্রধান চরিত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 146 - 152
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার 'আনন্দভৈরবী' ও 'চাবি' কবিতা দুটিতে ধ্বনিত হয়েছে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের স্মৃতি আর সম্পর্কের জটিলতা। এখানে প্রেম এসেছে স্বতন্ত্রভাবে। 'আনন্দভৈরবী' কবিতাটিতে কবি 'প্রেম'কে হারিয়ে ফেলেছেন আর তার সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছেন আনন্দকে। তাই তিনি শান্ত প্রকৃতির মধ্যেই আবার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ককে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। অন্যদিকে 'চাবি' কবিতাটিতে কবি নিজে থেকেই মুক্তি দিতে চেয়েছেন জমে থাকা স্মৃতিগুলিকে।

অন্যদিকে 'ঝাউয়ের ডাকে' কবিতাটাতে কবির রোমান্টিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। গভীর রাতের সৌন্দর্যকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নিপুণ আঙ্গিকে। এখানেও কবি প্রকৃতির মাঝে নিজের অতীতকে দেখতে চেয়েছেন। তাই তো কবি বলেছেন, -

"ঝাউয়ের ডাকে তখন হঠাৎ মনে আমার পড়ল কাকে।"[৮]

কবির জীবনে প্রেম এসেছিল 'গতবার' অর্থাৎ গত জীবনে কিন্তু এখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত গভীর হয়েছে। তবুও সেই প্রেমের গাঢ়ত্ব বাড়েনি। কেবল মেঘে মেঘেই দিন ফুরিয়ে গেছে। তাই আজ প্রেয়সীর অবর্তমানে বিগত জীবনের স্মৃতিচারণ করছেন। আর প্রকৃতির অনুষঙ্গে জীবনের প্রেমকে মিশিয়ে দিয়ে গভীর আত্মানুসন্ধানে মগ্ন হয়েছেন। 'বসন্তের ডাকে' কবিতাটিতে কবি প্রকৃতি ও সভ্যতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' কবিতাটিতেও কবি আধুনিক জীবনের নিঃসঙ্গতা, মূর্খতা, সম্পর্কের অবনতির মাঝেই প্রকৃতির সাধনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিরই জয় হয়েছে। 'সে মানে একটা বাগান ঘেরা বাড়ি' কবিতাটিতে কবির রোমান্টিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। কবিতাটিতে কবি ব্যক্তিগত প্রেম, স্মৃতি ও প্রকৃতির মধ্যের সম্পর্ককে দেখিয়েছেন। 'সুন্দরের স্বেচ্ছাচার' - কবিতাটিতে কবি তাঁর গভীর জীবনদর্শনের প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যক্তিমানুষের পীড়িত জীবনবোধ যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি স্থান পেয়েছে কবির সৌন্দর্যবোধ। তিনি চিরদিনই বোহেমিয়ান। পিছুটানে না আটকে তিনি বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন প্রকৃতির শিকড়ে। গভীর জঙ্গলে কিংবা কোনো এক জ্যোৎস্নামুখর গভীর রাতে অথবা কোনো বর্ষামুখর দিনে তিনি খুঁজে পেয়েছেন নিজেকে। তাঁর কবিতায় 'বোহেমিয়ানিজম' যেন রোমান্টিসিজমেরই পরিপন্থী হয়ে দেখা দিয়েছে। ভবঘুরে জীবন কেবল মুহূর্তের সঞ্চয়, পৃথিবীর রূপ রসের দরিয়ায় অবগাহন। যা কোনো কবির সংবেদনশীল চিত্তকে বিকশিত করে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মাঝে চিরকাল থেকে যেতে চেয়েছেন তিনি। জীবন ও মৃত্যু, প্রেম প্রকৃতি ও পরিক্রমা, স্পৃহা ও নিস্পৃহতা সব যেন মিলেমিশে এক অদ্ভুত রহস্যময় ঘোরাটোপ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কবিতাগুলিতে। যথার্থ সৌন্দর্যের তৃষ্ণা, প্রেমের স্মার্ত অনুভব, প্রকৃতির রঙ ও রূপের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা এইসবের প্রেক্ষিতেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে রোমান্টিক কবি হিসেবে বিচার করা সঙ্গত বলে মনে হয়।

Reference:

১. V. de Selincourt, 'The Early Wordsworth', (Presidential Address to the English Association), Stephen Parrish's essay in PMLA, vol. 73, London, 1958, p. xx
২. দাশ, জীবনানন্দ, 'বনলতা সেন', ৮ম সংস্করণ, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা - ২৯, অক্টোবর, ১৪২৪, পৃ. ৯
৩. 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, অষ্টবিংশ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০২১, পৃ. ২৭
৪. তদেব
৫. তদেব, পৃ. ২৯
৬. তদেব, পৃ. ৩০
৭. তদেব, পৃ. ৪১
৮. তদেব, পৃ. ৪৮